সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজে অস্থিরতা ছড়ালে ব্যবস্থা : তথ্যমন্ত্রী

ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব বা অন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজে অস্থিরতা ছড়ালে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে ঈদ পুনর্মিলনী সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা জানান তিনি।

গণমাধ্যমের স্বার্থে এগুলোকে ট্যাক্সেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রয়োজন হলে আলোচনা করে নতুন আইন করা হবে বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, ইউরোপে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব বা অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সমাজে অস্থিতরতা তৈরি, ফেক নিউজ করা, কারও চরিত্র হনন করলে এ ধরনের সার্ভিস প্রোভাইডারদের জরিমানা করার বিধান রয়েছে।
তিনি বলেন, আমাদের দেশের বিদ্যমান আইনে আমরা জরিমানা করতে পারি।

প্রয়োজনে সেই পদক্ষেপ নেবো। আমরা আলাপ-আলোচনা করছি, প্রয়োজন হলে নতুন আইন করা হবে। তবে প্রচলিত আইনেই যারা সার্ভিস প্রোভাইডার হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করে নিয়ে যাবেন, আর ডোমেইন ব্যবহার করে যা ইচ্ছা তা করবে সেটার জবাবদিহিতা থাকবে না, সেটাতো হতে পারে না। পাশাপাশি সমাজে রাষ্ট্রের অস্থিরতা তৈরি করবে, একে অপরের চরিত্রহনন করবে এবং তরুণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করবে। এজন্য যে ডোমেইন বা সার্ভিস দিচ্ছে তাদের দায় রয়েছে। সেজন্য প্রয়োজনে তাদেরও জরিমানা করা হবে।

টিকটক ও লাইকি নিয়ে সমাজে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে সরকার কী করছে জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি করে দিয়েছি। এগুলো কীভাবে আমাদের দেশে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, কীভাবে ট্যাক্সেশনের আওতায় আনা যায়, আমাদের দেশের আইন-কানুন সংস্কৃতি এগুলো যাতে

মেনে চলে সেজন্য কী করণীয় সে বিষয়গুলো ক্ষতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট পেশ করবে। সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে নিয়ম-নীতির মধ্যে আনা।

‘ইতোমধ্যে ব্যবহারকারীদের ট্যাক্সেশনের আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্যবহার করে তারা ট্যাক্স দিচ্ছে। কিন্তু তারা যে আমাদের দেশকে ব্যবহার করে টাকা উপার্জন করে নিয়ে যাচ্ছে সেজন্য ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে না। সেটা দেওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আইন হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বার্থে এগুলোকে ট্যাক্সেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন। আমিও মনে করি মূলধারার গণমাধ্যমগুলোকে ট্যাক্সেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট এসোশিয়েনর রাজশাহী বিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামান ট্রাক চাপায় নিহতের ঘটনায় বিচার ও নিরাপদ সড়কের দাবীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী বাজার বাস-ষ্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়োজন করে মেসডা নামক ছাত্র সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কমল হোসেনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাহিদ উজ্জামান, কুষ্ঠিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আরিফ হোসেন, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক টিটোন আহাম্মেদ,মেসডা’র সদস্য জাকির হোসেন প্রমুখ।

এসময় বক্তরা বলেন, দুর্ঘটনার খামে আর কত মেধাবীকে হারাবো? দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মেধাবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার নামে। চালকদের নামে মামলা করলেও আইনের ফাক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে তারা চলছে বহাল তবিয়তে। তেমনি ভাবে গাংনী উপজেলার বামুন্দিত ট্রাক পাচায় প্রাণ হারাতে হয় মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানকে।

ঘাতক ট্রাকচলকের বিচার সহ নিরাপদ সড়ক ব্যাবস্থার দাবী করেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা দাবী করেন একটি মেধাবী শিক্ষার্থী লেখা পড়া শেষ করে যখন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, এবং তার পরিবারকে স্বপ্ন দেখান তখনি তাকে ট্রাক কিংবা বাস চাপায় নিহত হতে হয়। আমরা এই অকাল মৃত্যু চাই না।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নিহত মকবুল আহাম্মেদ ও আক্তারুজ্জামানের পরিবারের সদস্যরা এ মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্যঃ মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি গরুর হাটে সড়ক ঈদের দ্বিতীয় দিনে রোববার সকালে এটিএন নিউজের এইচআর ডিপার্টমেন্টের সহকারী ব্যবস্থাপক ব্রজপুর গ্রামের মকবুল আহাম্মেদ ও তার বন্ধু গোয়াল গ্রামের আক্তারুজ্জামান একটি মোটর সাইকেল যোগে বামন্দী পশুহাট হয়ে বাসস্ট্যান্ড আসার পথে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন তারা।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদেরকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান মকবুল আহাম্মেদ ও আকতারুজ্জামান। পুলিশের একটি টীম ট্রাকটি আটক করে।

নেত্রকোনায় নৌকা ডুবে ১৭ জনের মৃত্যু

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় পর্যটনকেন্দ্র মিনি কক্সবাজার নামে খ্যাত উচিতপুরের হাওরে ঘুরতে এসে নৌকাডুবিতে ১৭ জনের মৃত্যু

গয়েছে। এদের মধ্যে দুটি কন্যাশিশু ও বাকিরা পুরুষ।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উচিতপুরের সামনের হাওর গোবিন্দশ্রী রাজালী কান্দা নামক স্থানে এঘটনা ঘটে। কন্যাশিশু দুটির পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলো লুবনা আক্তার (১০) ও জুলফা আক্তার (৭)। এরা সহোদরা এবং চরশিতা ইউনিয়নের ওয়ারেছ উদ্দিনের মেয়ে। বাকিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে ময়মনসিংহ সদর থানার ৫ নম্বর চরশিরতা ইউনিয়ন ও আটপাড়া তেলিগাতী থেকে ৪৮ জন ঘুরতে মিনি কক্সবাজার উচিতপুরে আসে। পরে ঘুরতে গেলে হাওরের উত্তাল ঢেউয়ে গোবিন্দশ্রী রাজালীকান্দা নামক স্থানে নৌকাটি ডুবে যায়। এতে ১৭ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি মো. রমিজুল হক জানান, মদন হাওরে নৌকা ডুবিতে ১৭টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ৩১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তারা সবাই ভালো আছেন।

‘সিনহা’র মৃত্যুর দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়’

কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর রাশেদ সিনহা’র মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতে চায় সেনাবাহিনী।

বুধবার কক্সবাজারে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘সিনহা’র মৃত্যুর ঘটনায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ মর্মাহত। তদন্ত কমিটির ওপর সেনাবাহিনী ও পুলিশের আস্থা আছে। এ ঘটনার দায় ব্যক্তির, কোন প্রতিষ্ঠানের নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আজ বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। অনলাইন বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা সুলতানা বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান বুলেটিনে।

গোটা বিশ্ব এখন করোনাভাইরাসের ছোবলে বিপর্যস্ত। গত ডিসেম্বরে চীনের উহান শহর থেকে ছড়ায় এই ভাইরাস। এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ৮৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭ লাখ ৪ হাজার। তবে এক কোটি ১৯ লাখের বেশি রোগী এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাস। করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ১৮ মার্চ।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বৈরুত বিস্ফোরণে ২ বাংলাদেশি নিহত

বৈরুতে বিস্ফোরণে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত এতে শতাধিক লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন চার হাজারেরও বেশি।

বাংলাদেশ দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সেরি ও ফার্স্ট সেক্রেটারি আবদুল্লাহ আল মামুন বলছেন, এখন পর্যন্ত দুজন বাংলাদেশি মারা যাওয়ার খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি।

বিবিসি বাংলার খবরে এমন তথ্য মিলেছে।

বৈরুতের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তিনি বলেন, মারা যাওয়া দুজন বাদে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৯ জন বাংলাদেশি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন।

বিস্ফোরণে আরও বাংলাদেশি নাগরিকের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

লেবাননে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে আরো কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা, তা জানতে অনুসন্ধান চলছে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন।

এদিকে বৈরুত বন্দরের একটি ওয়্যার হাউসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বিজয়ের ২১ সদস্য আহত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত মেডিকেল সেন্টারে (এইউবিএমসি) ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদের ইউনিফিলের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হেলিকপ্টার/অ্যাম্বুলেন্সযোগে হামুদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তারা আশঙ্কামুক্ত।

শান্তিরক্ষা মিশন ইউনিফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আহত নৌ সদস্যদের চিকিৎসা চলমান রয়েছে। এ দুর্ঘটনায় নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের বিস্তারিত ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে নৌবাহিনী জাহাজ, ইউনিফিল সদর দফতর ও বৈরুতস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের সঙ্গে নৌবাহিনী সদর দফতরের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে।

ইউনিফিল হেড অব মিশন এবং ফোর্স কমান্ডার ও মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

এ ব্যাপারে তারা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার অব্যবহৃত পরই বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মোস্তাহিদুর রহমান সরেজমিন বানৌজা বিজয় পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর ও যথাযথ চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করেন।

সূত্র- যুগান্তর

সাবরিনা-আরিফের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত ডিবির, বিকেলে দাখিল

করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করা মামলায় জেকেজি হেলথকেয়ার চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরী ও সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত করেছে মামলার তদন্ত সংস্থা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ বুধবার (৫ আগস্ট) দুপুরের পর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিটটি দাখিল করা হবে। এতে সাবরিনা ও আরিফকে মূল হোতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিরা প্রতারণা ও জালিয়াতি করতে তাদের সহযোগিতা করেছেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আলী বলেন, সাবরিনা ও আরিফসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলার চার্জশিট প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ দুপুরের পর চার্জশিটটি দাখিল করা হবে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে।

এ মামলায় অভিযুক্ত অন্য আসামিরা হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

গত ২৩ জুন সাবরিনার স্বামী আরিফ চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরেরদিন ২৪ জুন আরিফ চৌধুরী ও সহযোগী সাঈদ চৌধুরীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালত। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেও বেরিয়ে আসে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পর ১৫ জুলাই আরিফুলের ফের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ১৬ জুলাই রিমান্ডে মুখোমুখি হন আরিফ-সাবরিনা।

এর আগে গত ১২ জুলাই দুপুরে সাবরিনাকে তেজগাঁও বিভাগীয় উপ-পুলিশ (ডিসি) কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সাবরিনাকে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট

দেওয়ার অভিযোগে তেজগাঁও থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ। ১৩ জুলাই তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ জুলাই আরো দুদিনের রিমান্ডে নেয় ডিবি। রিমান্ড শেষে ২০ জুলাই আদালত তাকে কারাগারে পাঠান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বেঁচে থাকলে সব অঙ্গনে সে অবদান রাখতে পারতো : প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ কামালের বহুমুখী প্রতিভা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, আজকে কামাল যদি বেঁচে থাকতো তবে, সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারতো।

আজ বুধবার শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে কামাল যদি বেঁচে থাকতো তবে, সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারতো। কারণ তার যে, বহুমুখী প্রতিভা… সব অঙ্গনে সে অবদান রাখতে পারতো। অবদান রেখেও গেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার যে সাহসী ভূমিকা। … প্রতিটি সংগ্রামে সে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে।’

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, একটা মানুষের মধ্যে এই যে বহুমুখী প্রতিভা। এটা সত্যিই বিরল ছিল।

‘শেখ কামাল একদিকে যেমন ক্রীড়া সংগঠক ছিল; সাংস্কৃতিক জগতেও তার প্রতিভা রয়েছে। স্পন্দন শিল্পগোষ্ঠী সে সৃষ্টি করেছে। থিয়েটারে সে অভিনয় করতো, গান গাইতো, সেতার বাজাতো। খেলাধুলায় তার সবচেয়ে বড় অবদান। ধানমন্ডি এলাকায় কোনো ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল না। সে উদ্যোগ নেয় এবং ওই অঞ্চলের সবাইকে নিয়ে

আবাহনী গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের পরেও এই আবাহনীকে শক্তিশালী করে,’ বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে করোনায় মারা যাচ্ছে একজন

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্বে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জনের প্রাণহানি ঘটছে। বিগত দুই সপ্তাহের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে জানায়, করোনায় বিশ্বজুড়ে গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫ হাজার ৯০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। এতে প্রতি ঘণ্টায় দাঁড়ায় ২৪৭ জন বা প্রতি ১৫ সেকেন্ডে এক জন।

বার্তা সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবারে বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যায় প্রথমের সারিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও মেক্সিকো এবং দেশগুলোতে এখনো বাড়ছে।

মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা কমলেও দেশটিতে দুটোই ফের ঊর্ধ্বমুখী। বিগত সপ্তাহে দেশটিতে টানা চার দিন প্রতিনিয়ত ৬০ হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছে।

এছাড়া ভারতের প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে ৫০ হাজারের বেশি জন করে। এদিকে ব্রাজিল ও মেক্সিকোতেও সংক্রমণ কমার লক্ষণ নেই। রয়টার্স, এনডিটিভি